বাংলাদেশে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার সাম্প্রতিক প্রবণতা ও প্রতিরোধের উপায়

সৈয়দ শাইখ ইমতিয়াজ[১]

সারসংক্ষেপ

এ প্রবন্ধে দ্বৈতীয়িক উৎস (secondary source) পর্যালোচনা করে বিগত ৫ বছরে রচিত গবেষণানির্ভর প্রবন্ধ, বই, প্রতিবেদনসহ পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে নারীর প্রতি সহিংসতার সাম্প্রতিক প্রবণতা বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। মনে রাখা প্রয়োজন বৈজ্ঞানিকভাবে গ্রহণযোগ্য তথ্যের বিকল্প এ পর্যালোচনা না হলেও, এটি বিদ্যমান তথ্যের ভিত্তিতে সহিংসতার সাম্প্রতিক প্রবণতার একটি ধারণা আমাদের সামনে উপস্থাপন করে। গবেষণা প্রবন্ধটি কয়েকটি অংশে বিভক্ত: প্রথম অংশে গবেষণার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, গবেষণা পদ্ধতি এবং গবেষণায় ব্যবহৃত মূল প্রপঞ্চের সংজ্ঞায়ন আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত ও বিভিন্ন গবেষণা ফলাফল পর্যালোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশে সংঘটিত নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতার সাম্প্রতিক প্রবণতার ধরন আলোচনা করা হয়েছে এবং তৃতীয় ও শেষ অংশে সহিংসতার সাম্প্রতিক প্রবণতার ধরন বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সহিংসতা প্রতিরোধের জন্য কিছু সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়েছে।

মূল শব্দ: নারীর প্রতি সহিংসতা, সহিংসতার সাম্প্রতিক প্রবনতা, সহিংসতা প্রতিরোধ।

১.১. পটভূমি

পিতৃতান্ত্রিক সমাজে জীবনের শুরু থেকেই নারীকে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক বিবেচনা করা হয়। তাকে নিচুস্তরের পরিচিতি নিয়েই সাধারণত থাকতে হয়। নারী এবং কন্যাশিশুর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতা পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক প্রথা টিকিয়ে রাখার অন্যতম উপায়। বাংলাদেশে প্রোথিত সতীদাহ, যৌতুক, ফতোয়া, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি জঘন্যতম পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক প্রথা, ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে এ সমাজে বিরাজমান সহিংসতার ভয়াবহতা তুলে ধরে। নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা সামাজিক ব্যবস্থার একটি নির্মম বৈশিষ্ট্য যা সমাজে পুরুষের তুলনায় নারীর অধস্তন অবস্থা নিশ্চিত করে (BPA,1995)। সম্প্রতি বাংলাদেশে নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতা পরিস্থিতি খুবই আশংকাজনক হয়ে উঠছে। সহিংসতার শিকার হওয়া নির্যাতিতার ব্যক্তিজীবনে সহিংসতা আচরণগত, স্বাস্থ্যগত, মানসিক এবং অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত বিরূপ প্রভাব তো ফেলেই, সেই সাথে বৃহত্তর সমাজেও এর প্রভাব পড়ে (Jacquelyn et. al.,

[১] সহযোগী অধ্যাপক, উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ই-মেইল : s.imtiaz@du.ac.bd

2011)। বাংলাদেশে নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতা যেন স্বাভাবিক (normalization of violence) হয়ে পড়ছে। বিভিন্ন গবেষণায় নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতার মাত্রা, ধরন ইত্যাদি নিয়ে আলোকপাত করা হলেও এগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে সামগ্রিকভাবে সহিংসতার সাম্প্রতিক প্রবণতা এবং তার প্রতিকার নিয়ে আলোচনার অনুপস্থিত। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যদিও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো নারীর প্রতি সহিংসতার ব্যাপকতা, সহিংসতার কারণ ইত্যাদি বিষয়ে জানার জন্য জরিপ পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে, ২০১২ ও ২০১৫ সালের পর এ জরিপ আর করা হয়নি। সুতরাং বলা যায় সহিংসতার সাম্প্রতিক প্রবণতা জানার জন্য পরিসংখ্যানগত দিক দিয়ে বৈজ্ঞানিকভাবে গ্রহণযোগ্য তথ্যের অভাব রয়েছে। এ প্রবন্ধে secondary source পর্যালোচনা করে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১২ ও ২০১৫ সালের নারীর প্রতি সহিংসতা জরিপের আলোকে গবেষকের প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ লব্ধ তথ্যের ওপর ভিত্তি না করে বিগত ৫ বছরে রচিত গবেষণানির্ভর প্রবন্ধ, বই, প্রতিবেদনসহ পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের ভিত্তেতে নারীর প্রতি সহিংসতার সাম্প্রতিক প্রবণতা বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। মনে রাখা প্রয়োজন বৈজ্ঞানিকভাবে গ্রহণযোগ্য তথ্যের বিকল্প এ পর্যালোচনা না হলেও, এ গবেষণা প্রবন্ধটি বিদ্যমান তথ্যের ভিত্তিতে সহিংসতার সাম্প্রতিক প্রবণতার একটি ধারণা উপস্থাপন করে। এ ধারনা প্রাপ্তি বর্তমান প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেননা তা পরবর্তীতে আরো অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান অনুসন্ধানের (Emperical Studies) জন্য সহযোগিতা করবে যা কি না সহিংসতার সাম্প্রতিক প্রবণতার আর্থসামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বোঝার জন্য অত্যাবশ্যক এবং যা বোঝা এ গবেষণা প্রবন্ধটির স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। গবেষণা প্রবন্ধটি কয়েকটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে গবেষণার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, গবেষণা পদ্ধতি এবং গবেষণায় ব্যবহৃত মূল প্রপঞ্চের সংজ্ঞায়ন আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত ও বিভিন্ন গবেষণা ফলাফল পর্যালোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশে সংঘটিত নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতার ধরন আলোচনা করা হয়েছে এবং তৃতীয় ও শেষ অংশে সামগ্রিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সহিংসতা প্রতিরোধের জন্য কিছু সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়েছে।

১.২ গবেষণার লক্ষ্য

গবেষণার বিস্তৃত লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশে নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতার বিষয়ে গবেষণা প্রবন্ধ, বই, প্রতিবেদনসহ পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের ভিত্তেতে সহিংসতার সাম্প্রতিক গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা। গবেষণার নির্দিষ্ট লক্ষ্যগুলো হচ্ছে-

ক) বাংলাদেশে নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতার সাম্প্রতিক সাম্প্রতিক তথ্য উপাত্ত চিহ্নিতকরণ ও এ তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে সহিংসতার সাম্প্রতিক প্রবণতা বিশ্লেষণ;

গ) নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতার সাম্প্রতিক প্রবণতার আলোকে সহিংসতা প্রতিরোধের জন্য সুপারিশ উপস্থাপন।

১.৩ পদ্ধতি

গবেষণাটি করা হয়েছে গৌণ তথ্য বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বাংলাদেশে নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতার পরিস্থিতি নিরূপণ ও তা সমাধানের জন্য সুপারিশমালা উপস্থাপনের প্রয়োজনে। সামাজিক গবেষণায় গৌণ তথ্য বলতে বোঝায় অন্য গবেষণা হতে প্রাপ্ত তথ্য যা হয়ত ভিন্ন কোন লক্ষ্য নিয়ে পরিচালনা করা হয়েছে। সংখ্যাবাচক ও গুণবাচক উভয় তথ্যই গৌণ তথ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়। গৌণ তথ্যের উৎস হিসেবে

অন্তর্ভুক্ত সরকারী নথিপত্র এবং নির্ভরযোগ্য এ গবেষণাটি সরকারী, বেসরকারী বা একাডেমিক প্রতিষ্ঠানের নথিপত্র ও গবেষণা গ্রন্থ বা রিপোর্ট বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। সহিংসতার সাম্প্রতিক প্রবণতা বোঝার জন্য সংখ্যাবাচক তথ্য উপাত্ত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর VAW Report 2012, 2015, এবং পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে প্রকাশিত পরিসংখ্যান উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। সহিংসতা প্রতিরোধের উপায় প্রস্তাবের জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠন, একাডেমিক প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার সুপারিশমালা বিশ্লেষণ করে গবেষকের নিজস্ব প্রস্তাবসমুহ উপস্থাপন করা হয়েছে।

২.০ ব্যবহৃত প্রপঞ্চের সংজ্ঞায়ন: নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার ধারণা

গবেষণার গভীরে যাবার আগে আলোচনার সীমারেখা নির্ধারনের জন্য নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার সংজ্ঞায়ন এবং জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার ধারণা নির্ধারণ করে নেওয়া প্রয়োজন। যদিও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা ইতিহাসের সকল সময়েই বিদ্যমান ছিল, কিন্তু ১৯৮০ এর দশকের পর নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা এবং জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার ধারণা প্রবর্তন শুরু হয়। ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘের নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ গৃহীত হয় যাতে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার স্পষ্ট কোন ধারণা নেই। কিন্তু পরবর্তীতে নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ কমিটির ১৯৯২ সালের একাদশ অধিবেশনে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার উপর সাধারণ পরামর্শ নং ১৯ গৃহীত হয়। এতে নারীর প্রতি বৈষম্যের সংজ্ঞায়ন সনদের[২] ১নং অনুচ্ছেদে করা হয়েছে। এতে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা বুঝাতে চিহ্নত করা হয়েছে, *"এরূপ সহিংসতা যা নারীর প্রতি করা হয় শুধুমাত্র সে নারী হবার কারণে কিংবা নারীকে তুলনামূলকভাবে অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত করে"*, আর এ ধরনের কার্যকলাপ তাদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের সামিল। এত আরো বলা হয় *"জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা হলো এমন কোন কাজ যার ফলে নারী শারীরিক, যৌন বা মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা ভুক্তভোগী হয় কিংবা হবার উপক্রম হয়, যার অন্তর্গত হবে এরূপ কাজের হুমকি, বলপ্রয়োগ, স্বাধীনতা থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে বঞ্চিত করা, তা প্রকাশ্যে অথবা গোপনেই হোক"*। সহিংসতার মূল বিদ্যমান রয়েছে জেন্ডার অসমতায় যা প্রায়ই আইন, প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক রীতিনীতিতে সহ্য করা হয় বা ক্ষমা করে দেওয়া হয় এবং এগুলো অসমতাকে আরও জোরদার করে। কাউন্সিল অব ইউরোপ কনভেনশন অন প্রিভেন্টিং এন্ড কমব্যাটিং ভায়োলেন্স এগেইন্সট উইমেন এন্ড ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স ও একই সংজ্ঞার প্রতিধ্বনি করেছে অনুচ্ছেদ ৩(ক) এ।[৩]

১৯৯৫ সালে গৃহীত বেইজিং প্লাটফর্ম ফর এ্যাকশন নারীর প্রতি সহিংসতা বিলোপের ঘোষণার সংজ্ঞাকে বিস্তৃত করে নারীর প্রতি সহিংসতার ধরনগুলোকে নির্দিষ্ট করে এরূপে- শারীরিক, যৌন, মানসিক, পরিবারে সংঘটিত সহিংসতা যার অন্তর্ভুক্ত হল মারধোর করা, গৃহে কন্যাশিশুর প্রতি যৌন নির্যাতন, যৌতুক সংক্রান্ত সহিংসতা, বৈবাহিক ধর্ষণ, নারীর যৌনাঙ্গের অঙ্গহানি এবং অন্যান্য প্রথা যা নারীর জন্য ক্ষতিকর, স্বামী-স্ত্রী বহির্ভূত কারও দ্বারা সহিংসতা, শোষণ সংক্রান্ত সহিংসতা, শারীরিক, যৌন ও মানসিক সহিংসতা যা সাধারণ সমাজে ঘটে যার অন্তর্ভুক্ত হল ধর্ষণ, যৌন নির্যাতন, কর্মস্থলে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বা অন্যস্থানে যৌন হয়রানি এবং কার্যক্ষেত্রে ভীতিপ্রদর্শন, নারীপাচার এবং জোরপূর্বক

[২] জাতিসংঘ সাধারন পরিষদের ৪৮/১০৪ নং রেজুলেশন দ্র. https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.21_declaration%20elimination%20vaw.pdf [সর্বশেষ দেখা হয়েছে ২ জানুয়ারি ২০২০ বেলা ০১:২৫ মিনিটে]

[৩] দেখুন https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e [সর্বশেষ দেখা হয়েছে ২ জানুয়ারি ২০২০ বেলা ০১:২৫ মিনিটে]

পতিতাবৃত্তি, শারীরিক, যৌন এবং মানসিক সহিংসতা যা রাষ্ট্র কর্তৃক সংঘটিত হয় বা মওকুফ করা হয়, তা যে স্থানেই হোক না কেন। বেইজিং প্লাটফর্ম ফর এ্যাকশন আরও নজর দিয়েছে "সশস্ত্র সহিংসতার পরিস্থিতিতে নারীর অধিকার খর্ব হওয়া; বিশেষ করে- খুন, পদ্ধতিগত ধর্ষণ, যৌন দাসত্ব, জোরপূর্বক গর্ভধারণ, জোরপূর্বক বন্ধ্যাত্ব, জোরপূর্বক গর্ভপাত, বলপ্রয়োগকৃত বা জোরপূর্বক জন্মনিয়ন্ত্রক গ্রহণ করানো, জন্মপূর্ব লিঙ্গ বাছাইকরণ এবং কন্যাশিশু হত্যার প্রতি"।

বেইজিং প্লাটফর্ম ফর এ্যাকশন প্রথমবারের মত সংখ্যালঘু গোষ্ঠী, আদিবাসী, শরণার্থী, অভিবাসী নারীদের প্রতি দুর্বলতার বিষয়টি তুলে ধরে যার অন্তর্গত অভিবাসী নারী কর্মী, দরিদ্র নারী যারা গ্রামে বা প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাস করে, নিঃস্ব নারী, আটক কেন্দ্রে থাকা নারী, কন্যাশিশু, প্রতিবন্ধী নারী, বৃদ্ধা, বাস্তুচ্যুত নারী, পুনর্বাসিত নারী, দরিদ্র নারী এবং সশস্ত্র সহিংসতা পরিস্থিতিতে, বিদেশে কর্মরত, আক্রমণাত্মক যুদ্ধ অবস্থায়, গৃহযুদ্ধ অবস্থায়, সন্ত্রাসবাদের পরিস্থিতিতে ও অপহরণকৃত নারীদেরকে "বিশেষভাবে সহিংসতার শিকার হতে পারে" বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৪]

বাংলাদেশে বর্তমানে নারীরা গতানুগতিক পেশার বাইরে কেবল সেনা বা বিমানবাহিনীতেই যোগ দিচ্ছে তা নয়, তারা নেতৃত্ব দেওয়ার জায়গায়ও নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠা করেছে। গত চার দশকে শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ ৮ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭৪ সালে যা ছিল ৪%, ২০১৬ সালে তা এসে দাঁড়ায় ৩৫.৬% এ। নতুন প্রজন্মের এই ক্ষমতায়িত নারীরা যারা এখন আর পুরুষের ওপর অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল না তারা জন্য গৃহস্থালি কাজে জেন্ডার অসমতার শিকার হচ্ছেন। স্পষ্টতই পুরুষরা এই নতুন প্রজন্মের ক্ষমতায়িত নারীদের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারছেন না আর নারীরা পুরানো সেই পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে আটকে থাকতে চাইছেন না। এমন প্রেক্ষাপটে সমাজে জেন্ডার সম্পর্কে দেখা দিচ্ছে অস্থিরতা যার ফলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার প্রবণতা। বাংলাদেশ নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা জরিপ ২০১৫-তে নারীর প্রতি সহিংসতাকে পাঁচটি শ্রেণিভুক্ত করেছে যার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে- শারীরিক সহিংসতা (চড় দেওয়া থেকে শুরু করে এসিড ছোঁড়াসহ আরও অন্যান্য সহিংসতা), যৌন সহিংসতা, অর্থনৈতিক সহিংসতা, নিয়ন্ত্রণমূলক আচরণ, মানসিক সহিংসতা। কিন্তু জরিপে বেশি আলোকপাত করা হয়েছে পারিবারিক সহিংসতার প্রতি যা স্বামীর দ্বারা হয়েছে (যদিও উত্তরদাতাদের ৭.৪% অবিবাহিত) এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ঘটা সহিংসতাগুলো উপেক্ষিত হয়েছে। যদিও এ পাঁচ ধরনের সহিংসতা সম্পর্কেই তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছে, শারীরিক সহিংসতা এবং যৌন সহিংসতা ছাড়া সহিংসতার অন্যান্য ধরনগুলো নিয়ে সংখ্যাবাচক সাম্প্রতিক তথ্য উপাত্ত পাওয়া যায়নি। তবে সাম্প্রতিক সময়ে সম্পাদিত গুণগত গবেষণা রিপোর্টগুলো থেকে সহিংসতা নির্মূলের উপায়ে প্রসঙ্গে উপস্থাপিত প্রস্তাবগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং এ প্রবন্ধের শেষ অংশে পরিমাণগত তথ্যের আলোকে সহিংসতার সাম্প্রতিক প্রবণতা প্রতিরোধের উপায় প্রস্তাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

৩.১ বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতা পরিস্থিতি: সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান

সহিংসতার সাম্প্রতিক প্রবণতা বোঝার জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর VAW Survey 2012, 2015, এবং পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা নিয়মিত পরিসংখ্যান উপস্থাপন করে। প্রবন্ধের এ অংশে বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতার সাম্প্রতিক পরিস্থিতি

[৪] বেইজিং প্লাটফর্ম ফর একশন দ্রঃ। দেখুন https://beijing20.unwomen.org/en/about [সর্বশেষ দেখা হয়েছে ২ জানুয়ারি ২০২০ বেলা ০১:২৫ মিনিটে]

উপস্থাপন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো দুই পর্যায়ে ২০১১ ও ২০১৫ সালে নারী ও কন্যা শিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতার উপর পদ্ধতিগত গবেষণা করেছে। অন্যদিকে, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, যেমন- বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, আইন ও সালিশ কেন্দ্র এবং অধিকার এর কাছেও সহিংসতার পরিসংখ্যান পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে তথ্য উৎস হিসেবে পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টের ওপর নির্ভর করা হয়। এছাড়াও অল্প কিছু সংখ্যক একাডেমিক গবেষণা থেকে কিছু পরিসংখ্যান পাওয়া যায়।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাম্প্রতিক জরিপটি পরিচালিত হয়েছিল ২০১৫ সালে। গবেষণায় ২১,৬৮৮ জন নারী উত্তরদাতা ছিল (BBS, 2015) যদিও বিবাহিত নারীর সংখ্যাই ছিল বেশি (১৯,৯৮৭ জন)। গবেষণায় নারীরা গত এক বছরে কী ধরনের সহিংসতার শিকার হয়েছে তা নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে এটি সাম্প্রতিক সময়ের বেশ বড় গবেষণা। বাংলাদেশে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার বিশালতা নির্ণয়ে বেশ বড় সংখ্যক অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে গবেষণাটি করা হয়েছে। নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা রিপোর্ট ২০১৫ অনুযায়ী বিবাহিত নারীদের দুই-তৃতীয়াংশই জীবনের কোন না কোন সময় তার স্বামীর কাছ থেকে কোন না কোন ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছে। সবচেয়ে বেশি যে ধরনের নির্যাতনের শিকার বলে তারা জানিয়েছে তা হল নিয়ন্ত্রণমূলক আচরণ, ৫৫.৪% নারী এই আচরণের শিকার হয়েছে বলে জানায়। প্রায় অর্ধেক, ৪৯.৬% বিবাহিত নারী শারীরিক সহিংসতার শিকার হয়েছে, ২৮.৭% মানসিক সহিংসতার শিকার এবং ২৭.৩% যৌন নির্যাতনের শিকার বলে জানায়। যদিও বাংলাদেশে এখনও বৈবাহিক ধর্ষণকে অবৈধ হিসেবে আইন করা হয়নি, তবে এই তথ্য বৈবাহিক জীবনে যৌন নির্যাতনের ঘটনা তুলে ধরার ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রগতি। এটা বলাই বাহুল্য যে ৫৭.৭% নারীই একই সাথে একাধিক ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছেন (BBS, 2015)।

এ পরিসংখ্যান অনুযায়ী শহরের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে স্বামীর দ্বারা নির্যাতনের হার বেশি যা ৫১.৮% আর শহরাঞ্চলে তা ৪৮.৫%। সিটি কর্পোরেশন এলাকায় নির্যাতনের হার বেশ কম যা হল ২৯.৪%। বিভাগীয় হিসেবে সবচেয়ে বেশি নির্যাতন রাজশাহীতে, ৬০.১% এবং সবচেয়ে কম চট্টগ্রাম বিভাগে, ৪২.৫% (BBS, 2015)। যদিও গবেষণায় এই পার্থক্যের অন্তর্নিহিত কারণ আলোচনা করা হয়নি, তবুও তরুণ বয়সীদের মধ্যে শারীরিক নির্যাতনের হার সবচেয়ে বেশি দেখা গিয়েছে। বেশিরভাগ উত্তরদাতাই গবেষণার বছরে দুই থেকে পাঁচবার স্বামীর শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে বলে জানায়। এই গবেষণায় ভিন্ন প্রসঙ্গমাত্রা অঙ্কনের প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

দেখা যায় সিটি কর্পোরেশন অঞ্চলের চেয়ে (১৪.৪%) যৌন নির্যাতনের হারও গ্রামাঞ্চলে বেশি (২৮.৪%)। স্বামীর দ্বারা শারীরিক নির্যাতনের মতই এক্ষেত্রেই রাজশাহী বিভাবে বেশি যৌন নির্যাতনের হার দেখা যায়(৩৪.২%) আর সিলেটে সবচেয়ে কম(১৯.৮%)। যৌন নির্যাতনের ক্ষেত্রেও কম বয়সীদের বেশি শিকার হতে দেখা যায়। এক চতুর্থাংশেরও বেশি (২৭.৮%) নারী জীবনে কোন না কোন সময় স্বামী ব্যতীত অন্য কারও দ্বারা শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে এবং ৩% নারী যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে যার বেশিরভাগই ২০-২৪ বছর বয়সী (BBS, 2015)। জরিপের তথ্য মতে, স্বামীর ঘরেই সবচেয়ে বেশি শারীরিক নির্যাতনের ঘটনা ঘটে (৭৬.৮%), তারপরেই রয়েছে কর্মস্থল (২১.৯%), ১১.৪% সহিংসতার ঘটনা ঘটে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এবং ৯.৪% ঘটে যানবাহনে, রাস্তাঘাটে। কিন্তু কর্মস্থলে যৌন নির্যাতনের ঘটনা বেশি ঘটে (৩২.৮%) যানবাহন বা রাস্তাঘাটের চেয়ে (১৮.৩%)।

বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের তথ্যমতে, ২০১৯ সালে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার সার্বিক চিত্র কেবল হতাশাজনকই নয়, বরং আশংকাজনকও বটে। সহিংসতার প্রবণতা এবং হার থেকে এই তথ্যই ওঠে আসে যে ঘরে বা ঘরের বাইরে নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা একটি বড় অন্তরায়। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের তথ্যকোষেও একই রকম তথ্য পাওয়া যায়।[৫] উল্লেখ্য এ তিনটি প্রতিষ্ঠানই সংবাদপত্রে প্রকাশিত সহিংসতার তথ্যের ভিত্তিতে সহিংসতার চিত্র উপস্থাপন করে। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্যমতে, পরিস্থিতি অত্যন্ত হতাশাজনক, কেননা ২০১৯ সালেই জানুয়ারী থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ধর্ষণের সংখ্যা ১২৫৩। ৬২ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে এবং ১০ জন আত্মহত্যা করেছে। এই সময়ের মধ্যে ২২১ জন নারী যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে এবং যৌন নির্যাতনের কারণে ১২ জন নারী আত্মহত্যা করে। পারিবারিক সহিংসতার জেরে ১৭৩ জন নারীকে হত্যা করা হয় যা পূর্বের বছর থেকে অনেক বেশি। ৭৮ জন নারী যৌতুকের কারণে নির্যাতনের শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। কেবল এসিড আক্রমণের ঘটনাই কম ছিল ১৫ টি।

ছক ১ : ২০১৫-২০১৯ এ বাংলাদেশে নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতার প্রবণতার তথ্য

		২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯ (জানু-অক্টো)
ধর্ষণ	ঘটনা সংখ্যা	৮৪৬	৭২৪	৮১৮	৭৩২	১২৫৩
	ধর্ষণের পর হত্যা	৬০	৩৭	৪৭	৬৩	৬২
	ধর্ষণের পর আত্মহত্যা	-	১৬	১১	৭	১০
পারিবারিক সহিংসতা	ঘটনা সংখ্যা	৩৭৩	৩৯৪	-	৪০৯	৩৩৭
	স্বামী/পরিবার কর্তৃক নারী হত্যা	২১২	২৭০	২১৩	২৯৭	২৪৬
	আত্মহত্যা	৫৪	৪৫	-	৪৯	-
যৌন নির্যাতন	ঘটনা সংখ্যা	২০৫	২৪৪	২৫৫	১১৬	২২১
	আত্মহত্যা	১০	৬	১২	৮	১২
	প্রতিবাদের কারণে হত্যা	-	-	-	১২	১২
যৌতুক	শারীরিক নির্যাতনের শিকার	১০১	১০৮	১২২	৮০	৫০
	নির্যাতনের কারণে মৃত্যু	১৮৭	১২৬	১৪৫	৮৫	৭৮
	আত্মহত্যা	১০	-	-	-	৩
	মামলা দায়ের	১৫৮	৯৫	১৮৮	১০৮	৬০
এসিড আক্রমণ	ঘটনা সংখ্যা	৩৫	৩৪	৩২	২২	১৫
ফতোয়া ও সালিশ	ঘটনা সংখ্যা	১২	১২	১০	৭	-

তথ্যসূত্র : আইন ও সালিশ কেন্দ্র ২০১৯

ছক ২ : ২০১৯ সালে (জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত) বাংলাদেশে সহিংসতার ঘটনা

ধর্ষণ	ধর্ষণ	১২৫৩
	ধর্ষণচেষ্টা	২০০
	ধর্ষণের পর মৃত্যু	৬২
	ধর্ষণের পর আত্মহত্যা	১০
যৌন নির্যাতন	নির্যাতনের শিকার নারীর সংখ্যা	২২১
	যৌন নির্যাতনের ফলে আত্মহত্যা	১২

৫. See http://www.mahilaparishad.org/wp-content/uploads/2016/04/2015-Final-Annual-Report-BMP.pdf

পারিবারিক সহিংসতা	স্বামীর দ্বারা খুন হওয়া নারীর সংখ্যা	১৭৩
যৌতুক	শারীরিক নির্যাতন	৫০
	নির্যাতনের কারণে মৃত্যু	৭৮
	মামলা দায়ের	৭৫
এসিড আক্রমণ	আক্রমণের ঘটনা	১৫

তথ্যসূত্র : আইন ও সালিশ কেন্দ্র, ২০২০

বেসরকারী সংস্থা অধিকারের তথ্য অনুযায়ী ২০০১ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত সহিংসতার ঘটনা তুলনা করলেও দেখা যায় যে ধর্ষণের সাম্প্রতিক সংখ্যা আশংকাজনক বেশি (ছক ৩)। নারী ও কন্যাশিশুর বিরুদ্ধে সব ধরনের সহিংসতার মধ্যে ধর্ষণের ঘটনাই সবচেয়ে বেশি। যৌন নির্যাতন ও হয়রানির ঘটনার সংখ্যাও আশংকাজনক (ছক ৩)। তাছাড়া ধর্ষণের পর হত্যা এবং আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটছে (ছক ৩)।

ছক ৩ : ২০০১-২০১৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে ধর্ষণের ঘটনা

সাল	ধর্ষণের শিকার (নারী, শিশু এবং বয়স অজানা মোট ভুক্তভোগী)	গণধর্ষণের শিকার (নারী, শিশু এবং বয়স অজানা মোট ভুক্তভোগী)	ধর্ষণের পর হত্যা (নারী, শিশু এবং বয়স অজানা মোট ভুক্তভোগী)	ধর্ষণের পর আত্মহত্যা (নারী ও শিশু)
২০১৮	৬৩৫	১৭৭	৪৭	২
২০১৭	৭৮৩	২০৩	৩২	৯
২০১৬	৭৫৭	২১২	৩১	৩
২০১৫	৭৮৯	২৭৭	৬৫	৫
২০১৪	৬৬৬	২২৭	৬৬	১২
২০১৩	৮১৪	২৩৪	৭১	৬
২০১২	৮০৫	১৮৭	৭৫	১০
২০১১	৭১১	২৩৯	৯০	১৩
২০১০	৫৫৯	২১৪	৯১	৭
২০০৯	৪৫৬	১৭৬	৯৭	৮
২০০৮	৪৫৪	১৮০	৯৪	৯
২০০৭	৪৫৯	১৯১	৭৯	১
২০০৬	৬৩৯	-	১২৬	-
২০০৫	৯০৭	-	১২৬	-
২০০৪	৮৯৬	-	১১৭	-
২০০৩	১৩৩৬	-	১৪২	-
২০০২	১৩৫০	-	১১৪	-
২০০১	৬২২	-	-	-
মোট	১৩৬৩৮	২৫২৯	১৪৬৭	৮৫

তথ্যসূত্র : অধিকার, ২০১৯

যৌন নির্যাতন/হয়রানির ঘটনাও নথিভুক্ত হয়েছে আর তা ভয়ানক পরিস্থিতির প্রতিফলন দেখায়। উল্লেখ্য যে ২০১৬ সাল পর্যন্ত আত্মহত্যার হার কমলেও তা ২০১৭ সালে পূর্বের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যায়, এবং ২০১৮ সালে তা কিছুটা কমে এলেও ২০১৫ বা ২০১৬ এর চেয়ে বেশি ছিল (ছক-৫)।

ছক ৫ : বাংলাদেশের যৌন নির্যাতন/হয়রানির ফলাফল (২০১১-২০১৮)

যৌন নির্যাতন/হয়রানির ফলাফল (২০১১-২০১৮)					
	নারীদের পরিস্থিতি				
সাল	আত্মহত্যা	হত্যা	আহত	লাঞ্ছিত	অপহরণ
২০১৮	৯	২	৩৩	২৭	৪
২০১৭	১৭	৪	৪২	৪২	৩
২০১৬	৭	৪	৩৫	৫৩	৭
২০১৫	৮	৭	১৪	২৫	২
২০১৪	১৪	২	৩৫	২০	৮
২০১৩	১৩	৬	২১	১৫	১২
২০১২	১৮	৩	২৪	১৫	৯
২০১১	২৯	৬	৫৯	৯১	১২
মোট	১১৫	৩৪	২৬৩	২৮৮	৫৭

তথ্যসূত্র : অধিকার, ২০১৯

পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে ওঠে যখন নারীরা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দ্বারাই ধর্ষণের শিকার হয়। সাম্প্রতিক সময়েও এধরনের সহিংসতার শিকার নারীর সংখ্যা মোটামুটি একই আছে।

ছক ৬ : ২০০১ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দ্বারা সঙ্ঘটিত ধর্ষণের ঘটনা

সাল	মোট	আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগের সংখ্যা								
	ভুক্তভোগীর সংখ্যা	পুলিশ	র‍্যাব	কারা পুলিশ	সেনাবাহিনী	আনসার	পুলিশ এবং আনসার একত্রে	গ্রাম পুলিশ	ডিবি পুলিশ	বিজিবি
২০১৮	৫	১			২					২
২০১৭	৪	৪								
২০১৬	৪	৪								
২০১৫	৪	৩				১				
২০১৪	৬	৫			১					
২০১৩	৭	৩	১		১	১	১			
২০১২	১৩	১০			১	২				
২০১১	৪	১			১	১			১	
২০১০	৬	৩			১	১		১		
২০০৯	৩	২							১	
২০০৮	৫	৩	১	১						
২০০৭	৩	৩								
২০০৬	৩	৩								
২০০৫	৩	২	১							
২০০৪	১	১								
২০০৩	৪	২			১					১
২০০২	৭	৭								
২০০১	৪	৩			৪					১
মোট	৯০	৬০	৩	১	১২	৬	১	১	২	৪

তথ্যসূত্র : অধিকার, ২০১৯

ছক ৭ : ২০০১ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত বাংলাদেশে যৌতুক সংক্রান্ত সহিংসতার ঘটনা

যৌতুক সংক্রান্ত সহিংসতা (বিবাহিত নারীর প্রতি) জানুয়ারি ২০০১- ডিসেম্বর ২০১৮				
সাল	হত্যা	শারীরিক নির্যাতন	আত্মহত্যা	মোট
২০১৮	৭১	৬৯	২	১৪২
২০১৭	১১৮	১২৭	১১	২৫৬
২০১৬	১০৭	৯৪	৫	২০৬
২০১৫	১১৯	৭৭	৬	২০২
২০১৪	১২৩	১০৩	১১	২৩৭
২০১৩	১৫৮	২৬১	১৭	৪৩৬
২০১২	২৭৩	৫৩৫	১৪	৮২২
২০১১	৩০৫	১৯২	১৯	৫১৬
২০১০	২৩৫	১২২	২২	৩৭৯
২০০৯	২২৭	৮১	১১	৩১৯
২০০৮	১৮৮	৭১	১০	২৬৯
২০০৭	১৩৮	৪৭	১৩	১৯৮
২০০৬	২৪৩	৬৪	৪	৩১৫
২০০৫	২২৭	১২৩	১৯	৩৬৯
২০০৪	১৬৬	৭৮	১১	২৫৫
২০০৩	২৬১	৮৫	২৩	৩৬৯
২০০২	১৯১	৯০	২৮	৩০৯
২০০১	১২৩	৩১	৩	১৫৭
মোট	৩২৭৩	২২৫০	২৩৩	৫৭৫৬

তথ্যসূত্র : অধিকার, ২০১৯।

এসিড সহিংসতা একমাত্র বিষয় যেখানে সাম্প্রতিক তথ্য থেকে দেখা যায় সহিংসতার হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। ২০১৬ সালে ৪০টি ঘটনা, ২০১৭ সালে ৫২টি ঘটনা থেকে ২০১৮ সালে মাত্র ২৬টি এসিড সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে, যার মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক নারী ছিল ১১ জন (ছক ৮)।

ছক ৮ : ২০০৩ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে এসিড সহিংসতার ঘটনা

সাল	প্রাপ্তবয়স্ক নারী	প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ	কন্যাশিশু	ছেলেশিশু	নির্দিষ্ট লিঙ্গ জানা যায়নি (শিশু)	মোট
২০১৮	১১	৫	৬	৪	০	২৬
২০১৭	৩৩	৯	৯	১	০	৫২
২০১৬	২৬	৭	৫	২	০	৪০
২০১৫	২৯	১০	৭	১	০	৪৭
২০১৪	৪৪	৭	১০	৫	০	৬৬
২০১৩	৩৬	১০	৫	২	০	৫৩
২০১২	৫৮	১৭	২০	১০	০	১০৫

২০১২	৫৮	১৭	২০	১০	০	১০৫
২০১১	৫৭	২৫	১০	৯	০	১০১
২০১০	৮৪	৩২	১৬	৫	০	১৩৭
২০০৯	৬৪	২০	১৩	৪	০	১০১
২০০৮	৭৩	৩৪	১৫	১১	০	১৩৩
২০০৭	৯৬	৪২	-	-	২৩	১৬১
২০০৬	১০৫	৩৬	-	-	২০	১৬১
২০০৫	১০৪	৫৫	-	-	৩৭	১৯৬
২০০৪	১৯১	৬৫	-	-	৫১	৩০৭
২০০৩	১৮১	৯৫	-	-	৬১	৩৩৭
মোট	১১৯২	৪৬৯	১১৬	৫৪	১৯২	২০২৩

তথ্যসূত্র : অধিকার, ২০১৯

ওপরের উৎস ছাড়াও আরো কিছু একাডেমিক গবেষণা থেকে নারীর প্রতি সহিংসতার কিছু চিত্র পাওয়া যায়। Bangladesh Legal Aid and Services Trust (BLAST) and BRAC James P Grant School of Public Health কতৃক পরিচালিত *Legal Action on Cyber Violence against Women* শীর্ষক এক গবেষণা থেকে জানা যায় বাংলাদেশে ৭৩% নারী সাইবার অপরাধের শিকার (Zaman, Gansheimer, Rolim, & Mridha, 2017)। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এবং কর্মজীবী নারী পরিচালিত "State of Rights Implementation of Women Ready Made Garment Workers," শীর্ষক এক গবেষণায় দেখা যায়, ১২.৭% নারী গার্মেন্টস শ্রমিক তাদের কর্মস্থলে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। বেসরকারী গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর ম্যান এন্ড ম্যাসকিউলিনিটিজ স্টাডিজ (সিএমএসএস) পুরুষ ও বালকদের নিয়ে তিনটি গবেষণা পরিচালনা করে যা থেকে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রসঙ্গে পুরুষ ও বালকদের মনোভাব বোঝা যায়।[৬] ব্রেভমেন ক্যাম্পেইন ও ক্যাম্পাস হিরো ক্যাম্পেইন শীর্ষক দুটি ফলিত গবেষণার চারটি পর্যায়ে ২০১২ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত সর্বমোট ১৪০০ জন ১০-১৫ বছর বয়সী ছাত্রদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সর্বশেষ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্যে দেখা যায় অনেক ছাত্রই নারীর প্রতি সহিংস আচরণের মনোভাব ধারণ করে বা ধারণ করা শুরু করেছে।[৭] নীচের সারণীতে প্রাপ্ত তথ্য উপস্থাপন করা হলো:

জেন্ডার সমতা প্রসঙ্গে ধারণা	একমত	একমত নই
কোন মেয়ের অনুমতি ছাড়া তার ছবি তোলা বা ভিডিও করা অপরাধ নয়	৯০%	১০%
পুরুষরাই পরিবারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে	৫৬.২%	৪৩.৮%
জোরপূর্বক যৌন চাহিদা মেটানো পুরুষের বৈশিষ্ট্য	৫৭.৪৫%	৪২.৫৫%
মেয়েদের প্রায়ই ঘরের বাইরে যাওয়া উচিত না	৬৬.২%	৩৩.৮%
১৮ বছরের আগে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া খারাপ কিছু না	৮৬.৬৭%	১৩.৩৩%
পরিবারে কন্যাশিশুর বিয়ে হলে প্রতিবাদ না করা	৮৬.৬৭%	১৩.৩৩%
নারীর বিরুদ্ধে নির্যাতনের ঘটনার প্রতিবাদ করা উচিত	২৯%	৭১%
ঘরের কাজও বাইরের কাজের মতোই গুরুত্বপূর্ণ	১২%	৮৮%

তথ্যসূত্র : সি,এম,এম, এস, ২০১৯

[৬] দেখুন সিএমএমএস, ২০১৯; ফারিয়া ও ইমতিয়াজ ২০১৭

[৭] দেখুন ইমতিয়াজ, ইসরাত, তাহিয়া ও আফসান ২০১৭, পৃ: ২২

প্রিয় বাবা শীর্ষক অপর একটি ফলিত গবেষণায় ০-৫ বছর বয়সের সন্তান রয়েছে এরকম ৬০০ বাবাদের নিকট থেকে সিএমএমএস তথ্য সংগ্রহ করে যা নারীর প্রতি সহিংস আচরণের প্রবণতাই নির্দেশ করে। নীচের সারণিতে প্রাপ্ত তথ্য উপস্থাপন করা হলো:

জেন্ডার সমতা প্রসঙ্গে প্রশ্ন/ধারণা	হ্যাঁ
আপনি কি নারী শিক্ষাকে সমর্থন করেন?	৩১.৭%
যাদের পুত্র সন্তান বেশী তাদের ক্ষমতাও বেশী মনে করেন	৬৯.৩%
কন্যা সন্তান প্রত্যাশা করেন	২৮%
পুরুষই শ্রেষ্ঠ, তাই স্ত্রীদের উচিত স্বামীর আদেশ মেনে চলা এ ধারণা পোষণ করেন	৮৪.৪%
ঘরে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য পুরুষকে কর্তৃত্ব পরায়ণ হতে হয়	৮১.৮%
এটাই স্বাভাবিক পরিবারের নারীর চেয়ে বেশী পুরুষের ক্ষমতা থাকবে	৭৭.৩%
প্রয়োজন ভেদে একজন স্বামী তার স্ত্রীকে শারীরিক অত্যাচার করতে পারে	৫৮.৩%
স্ত্রী স্বামীকে অমান্য করলে তাকে প্রহার করা উচিত	৫৯.২%
পরিবার টিকিয়ে রাখার জন্য হলেও নারীদের সকল প্রকার নির্যাতন সহ্য করে যাওয়া উচিত	৭৭.৩%
পুরুষদের উচিত নয় গর্ভাবস্থায় একজন নারীর যত্ন নেয়া	৩৫.৯%

তথ্যসূত্র : সি,এম,এম, এস, ২০১৯

৩.২ বাংলাদেশে নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতার প্রবণতা

গত দু দশকে নারীর ও কন্যাশিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতা কি বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা এ বিষয়ে বিতর্ক আছে; একদল মনে করে সহিংসতার ঘটনা বাড়ছে না বরং এখন প্রকাশ পাচ্ছে আগের চেয়ে বেশি, আর অন্যদল মনে করে এখন আগের চেয়ে বেশি হচ্ছে আর তার সাথে সহিংসতার সংবাদ প্রকাশের সম্পর্ক নেই। এই বিতর্কে না জড়িয়ে এটা বলা যেতে পারে বর্তমান সময়ে নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতার মাত্রা অনেক বেশী এবং প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী তা বাড়ছে। এক্ষেত্রে উপরের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে বাংলাদেশে সহিংসতার কিছু সাধারণ প্রবণতা লক্ষ করা যায়:

৩.২.ক বাংলাদেশে নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতার হার অনেক বেশি

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতার জরিপের তুলনা করলে দেখা যায়, ২০১১ সালে ৮৭% বিবাহিত নারী তার স্বামীর দ্বারা জীবনের কোন না কোন সময় সহিংসতার শিকার হয়েছে। আর ৭৭% গত এক বছরে কোন না কোন সহিংসতার শিকার হয়েছে। ২০১৫ সালে এই হার দাঁড়ায় যথাক্রমে ৭২.৬% এবং ৫৪.৭%। স্বামী ছাড়া অন্য কারও দ্বারা নির্যাতনের ক্ষেত্রে দেখা যায় ২৫.১১% নারী স্বামী ছাড়া অন্য যে কারও দ্বারা নির্যাতনের শিকার হয়েছে আর তার ৮.৪৪% ঘটেছে বিগত একবছরের মধ্যে। ২০১৫ সালে এ হার দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৩.৮০% এবং ৪.৩৭%। সন্দেহাতীতভাবে এই হার খুবই বেশি।

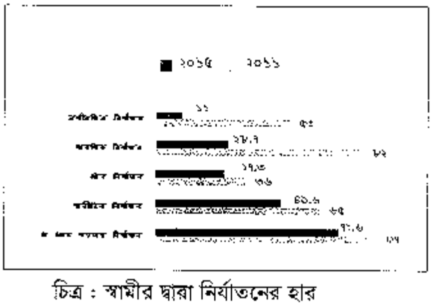

চিত্র : স্বামীর দ্বারা নির্যাতনের হার

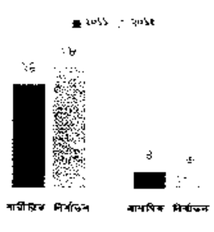

চিত্র : স্বামী ছাড়া অন্য কারও দ্বারা নির্যাতনের হার

সূত্র : বি, বি, এস, ২০১৫, ২০১১

বেশিরভাগ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান যারা সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর থেকে নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতার তথ্যের ডাটাবেজ তৈরি করেছে, তাদের তথ্য অনুযায়ী নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতার হার অনেক বেশী। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় ২০১৯ সালের নভেম্বর পর্যন্ত সারাদেশে ৪,২৯০ জন নারী ও কন্যাশিশু বিভিন্ন ধরনের সহিংসতার শিকার হয়েছে যার অন্তর্গত হচ্ছে ধর্ষণ ও নানারকম নির্যাতন। এধরনের সহিংসতার শিকার হওয়া নারী ও কন্যাশিশুর সংখ্যা বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের তথ্যমতে ২০১৮ সালে ছিল ৩,৯১৮ জন, ২০১৭ সালে ৫,২৩৫ জন, ২০১৬ সালে ৪,৮৯৬ জন, ২০১৫ সালে ৪,৪৩৬ জন, ২০১৪ সালে ৪,৬৫৪ জন এবং ২০১৩ সালে ৪,৭৭৭ জন।

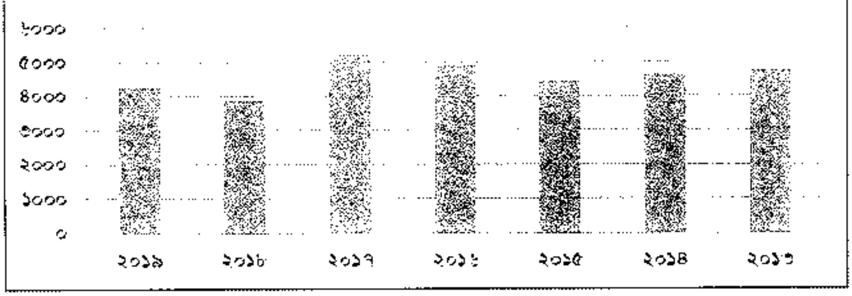

চিত্র : বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের তথ্যমতে নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতার ঘটনা

উৎস : বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ২০২০

৩.২.খ ধর্ষণের ঘটনা বাড়ছে

ধর্ষণ মানবাধিকার লঙ্ঘনের একটি বড় ধরন এবং পিতৃতান্ত্রিক সীমায় নারীকে আবদ্ধ রাখার একটি অস্ত্র হিসেবে সবসময়েই ব্যবহার হয়ে আসছে। বিগত দুবছরে বাংলাদেশে ধর্ষণের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্যের উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে আশংকাজনক হারে ধর্ষণের ঘটনা বাড়ছে। ২০১৮ সালে মোট ধর্ষণের শিকার হয় ৮৪৬ জন আর ২০১৯ সালে অক্টোবর পর্যন্ত ধর্ষণের শিকার ১২৫৩ জন।

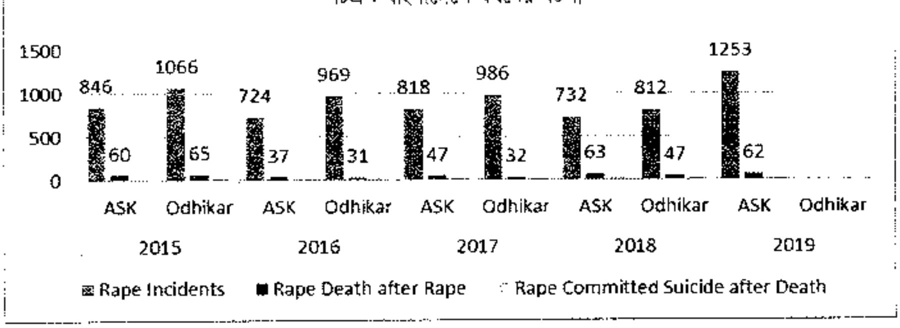

চিত্র : বাংলাদেশে ধর্ষনের ঘটনা

উৎস : আসক ২০২০, অধিকার ২০২০

৩.২. গ. শিশুরা যৌন নির্যাতনের সহজ লক্ষ্যে পরিণত হচ্ছে

বিগত দুই বছরে ধর্ষণের ধরন পালটে যাচ্ছে, যেখানে অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং শিশুরা ধর্ষণের সহজ লক্ষ্যে পরিণত হচ্ছে। বিগত পাঁচ বছরের তুলনামূলক চিত্র থেকে এটিই প্রতীয়মান হয়। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্য মতে ২০১৫ সালে ৫০ জন ৬ বছরের কমবয়সী শিশু ধর্ষনের শিকার হয়, যা ২০১৯ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ১০৮ জন হয়ে দাঁড়ায়। ৭ থেকে ১২ বছর বয়সী ১৩৯ জন শিশু ২০১৫ সালে ধর্ষিত হয় যা ২০১৯ সালে এসে ১৯১ জন হয়। এর পিছনে একাধিক কারণ থাকতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলোর মধ্যে হতে পারে শিশুরা দুর্বল তা সহজ লক্ষ্যে পরিণত হয়, তারা তাদের বাবা মাকে সঠিকভাবে বুঝাতে ব্যর্থ হয়, বাবা-মাও অনেক সময় শিশুরা এধরনের পরিস্থিতির শিকার হতে পারে সে ব্যাপারে অসচেতন।

চিত্র : ধর্ষনের শিকার শিশু

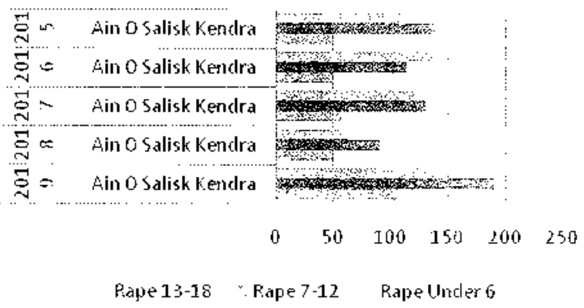

উৎস : আসক, ২০১৯

৩.২.ঘ. নারী ও কন্যাশিশুর বিরুদ্ধে সাইবার সহিংসতার হার বেশি: সরকারের যথাযথ পদক্ষেপের কারণে বাংলাদেশ বিশ্বের কাছে ডিজিটালাইজেশনের পথিকৃৎ হয়ে উঠছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির এই প্রসার এবং ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকার একটি নেতিবাচক প্রভাব নারী ও কন্যাশিশুদের উপর পড়ছে এবং তাদের বিরুদ্ধে নতুন সহিংসতার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। আর নতুন প্রজন্মের নারীরা নতুন ধরনের সহিংসতার শিকার হচ্ছেন, যেমন- অসম্মতিক্রমে যৌন ভিডিওচিত্র ধারণ, সাইবার উৎপীড়ন, বিদ্রূপাত্মক লেখা বা ছবি। আপত্তিকর, উগ্র এবং মানহানিকর বেনামী মেসেজ পাওয়া অনলাইনে নারীদের জন্য একটি নিত্যনৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তদুপরি প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে অনেকেরই বানোয়াট নগ্ন ছবির শিকার হচ্ছে, সেই সাথে আরও রয়েছে ভুয়া যৌনকর্মের ভিডিও, ধর্ষণের হুমকি, সামাজিক মাধ্যমে অশ্লীল প্রস্তাব ইত্যাদি। বাংলাদেশে

চিত্র : বাংলাদেশে ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা

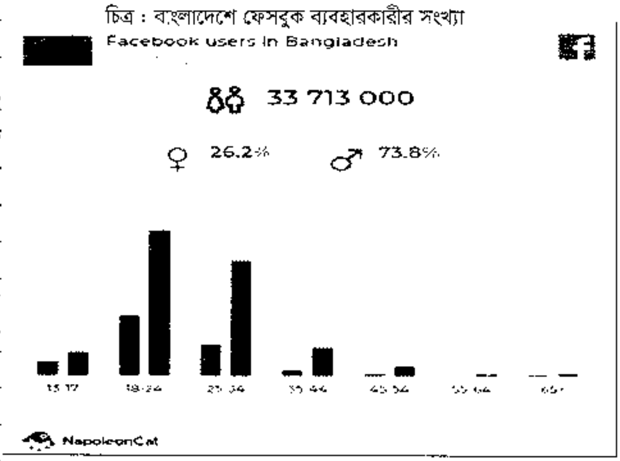

Source : NapolionCat.com

তথ্যপ্রযুক্তির এই অভূতপূর্ব উন্নয়ন সত্ত্বেও আমাদের বিদ্যমান পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক-মনস্তাত্বিক রীতিনীতি এবং সামাজিক সচেতনতার অভাব এবং অপ্রতুল আইনের সুরক্ষাব্যবস্থার দরুণ নারী এবং মেয়েরা সাইবারক্ষেত্রে প্রাথমিক শিকার হচ্ছে এতে অবাক হবার কিছু নেই। এক গবেষণা থেকে জানা যায় ৭৩% নারী সাইবার অপরাধের শিকার সরকারের যথাযথ পদক্ষেপের কারণে বাংলাদেশ বিশ্বের কাছে ডিজিটালাইজেশনের পথিকৃৎ হয়ে উঠছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির এই প্রসার এবং ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকার একটি নেতিবাচক প্রভাব নারী ও কন্যাশিশুদের উপর পড়ছে এবং তাদের বিরুদ্ধে নতুন সহিংসতার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। আর নতুন প্রজন্মের নারীরা নতুন ধরনের সহিংসতার শিকার হচ্ছেন, যেমন- সাইবার হয়রানি, অসম্মতিক্রমে যৌন ভিডিওচিত্র ধারণ, সাইবার উৎপীড়ন, বিদ্রূপাত্মক লেখা বা ছবি। বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তির এই অভূতপূর্ব উন্নয়ন সত্ত্বেও আমাদের বিদ্যমান পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক-মনস্তাত্বিক রীতিনীতি এবং সামাজিক সচেতনতার অভাব এবং অপ্রতুল আইনের সুরক্ষাব্যবস্থার দরুণ নারী এবং মেয়েরা সাইবারক্ষেত্রে প্রাথমিক শিকার হচ্ছে এতে অবাক হবার কিছু নেই। এক গবেষণা থেকে জানা যায় ৭৩% নারী সাইবার অপরাধের শিকার (Zaman, Gansheimer, Rolim, & Mridha, 2017)। ২০১৭ সালে সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের হেল্প ডেস্কে ১৭,০০০ এরও বেশি অভিযোগ আসে, যার ৭০% ই নারী।

৩.২.ঙ. কর্মস্থলে নারীরা সহিংসতার শিকার হচ্ছে

বড় সংখ্যক নারী এখন কর্মস্থলে প্রবেশ করছে, তবে সেই সাথে সাম্প্রতিক সময়ে যৌন নির্যাতনের ঘটনাও বেড়ে যাচ্ছে। একশনএইড বাংলাদেশের একটি গবেষণার মতে, ৮০% গার্মেন্টস কর্মী যৌন হয়রানি বা নির্যাতনের শিকার হয়েছে বা হতে দেখেছে, ৯০% জানিয়েছে তাদের চাকরি তাদের স্বাস্থ্যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। ৮৫% গার্মেন্টস শ্রমিক মৌখিক নির্যাতনের শিকার, ৭১% মানসিক নির্যাতনের শিকার, ২১% শারীরিক নির্যাতনের শিকার এবং ১৩% যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এবং কর্মজীবী নারী পরিচালিত "State of Rights Implementation of Women Ready Made Garment Workers," শীর্ষক এক গবেষণায় দেখা যায়, ১২.৭% নারী গার্মেন্টস শ্রমিক তাদের কর্মস্থলে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। ২২.৪% নারী গার্মেন্টস শ্রমিক তাদের আসা যাওয়ার পথে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। যৌন নির্যাতনের অন্তর্ভুক্ত কাজগুলোর মধ্যে ৪২% কর্মী জানায় খারাপ দৃষ্টিতে তাকানো, ৩৪% জানায় অযাচিত স্পর্শ, ৩৪.৯২% জানায় তাদের গোপনাঙ্গের দিকে তাকানো। প্রায় ২৮% জানায় এ যৌন নির্যাতনের সবগুলোই ঘটেছে কর্মস্থলে তাদের সুপারভাইজারদের দ্বারা। ৪০% যৌন হয়রানি/নির্যাতনের শিকার হয়েছে গণপরিবহনে বা রাস্তায়। প্রায় এক চতুর্থাংশ নারী গার্মেন্টস কর্মী জানায় তারা কারখানায় কাজ করতে অনিরাপদবোধ করে। সমাজকর্মীদের মতে, কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানিকে তুলে ধরার জন্য আমাদের আইনি কাঠামো যথেষ্ট নয়, কেননা এখনও অনেক নারী নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। বিদ্যমান আইনের যথাযথ প্রয়োগের অভাব রয়েছে কেননা আইনে সঠিকভাবে কর্মস্থলে যৌন নির্যাতনের কোন সংজ্ঞায়ন নেই, অন্যদিকে আইনের প্রয়োগেও দুর্বলতা রয়েছে।

৪.০ উপসংহার : সহিংসতা নির্মূলের উপায়

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্স বাংলাদেশের নারীর ক্ষমতায়নের সাফল্যকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ২০০৯ সালে এই তালিকায় ৯৩ তম থেকে ২০১৯ এ ৪৯ তম স্থান অর্জন করে, যা দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভাল অবস্থান। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী চিন্তার দ্বারা নারীদের উচ্চপদে আসীন করার মাধ্যমে বাংলাদেশ ২০১৯ সালের বিশ্ব সূচকের

রাজনৈতিক উপসূচকে প্রথম পাঁচটি দেশের মধ্যে অবস্থান করে নিয়েছে। তবে শ্রমবাজারে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে জেন্ডার পার্থক্য দিন দিন বিস্তৃত হচ্ছে। বাংলাদেশ সার্বিক জেন্ডার গ্যাপ ৭২% অতিক্রম করে ফেলেছে। ২০৩০ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হবার লক্ষ্য অর্জন করতে হলে জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করতেই হবে। প্রথম ধাপ হতে হবে নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতার মুক্ত একটি সমাজ। দুর্ভাগ্যক্রমে, যদি না নারীর প্রতি সমাজের সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করা সম্ভব হয়, তাহলে নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতার পরিস্থিতির পরিবর্তনসাধন অত্যন্ত দুরূহ কাজ হয়ে উঠবে। কারণ স্বামীর দ্বারা নির্যাতনের বিষয়কে স্বাভাবিক হিসেবে গ্রহণ করার একটি প্রবণতা এখনও সমাজে বিরাজমান। এটা সমাজের সর্বত্র গ্রহণযোগ্য যে, স্বামী তার স্ত্রীকে শাস্তি দেওয়ার অধিকার রাখে। যদি না এই আচরণ গ্রহণ করে নেওয়ার মানসিকতার পরিবর্তন না হয় তাহলে নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতার পরিস্থিতির পরিবর্তনের আশা করা অত্যন্ত কঠিন। সহিংসতা নির্মূলে নিচের পদক্ষেপগুলো বিবেচনা করা যেতে পারে।

প্রাপ্ত তথ্য এবং পরিসংখ্যানের মধ্যে বৈসাদৃশ্য দূর করতে হবে: গৌণ তথ্য সংগ্রহের জন্য নথিপত্র পর্যালোচনা করে কিছু বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা রিপোর্ট ২০১৫ তে ১৮৩৮ জন উত্তরদাতাকে নির্বাচন করা হয় যাদের বয়স ১৫-১৯ বছর। এদের মধ্যে অনেকেই স্বামীর দ্বারা নির্যাতিত হবার কথা জানিয়েছে। এ থেকে তাদের বাল্যবিবাহের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যদিও রিপোর্টটি নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার উপর করা হয়েছে, কিন্তু এতে কখনই বাল্যবিবাহকে সহিংসতা হিসেব বিবেচনা করা হয়নি। বাংলাদেশ স্যাম্পল ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস রিপোর্ট ২০১৮ এ মাতৃমৃত্যুর কথা বলা হয়েছে, কিন্তু সেখানে কেবল প্রাথমিক কারণগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে, যেমন- গর্ভধারণে জটিলতা, অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ ইত্যাদি যা কেবল চিকিৎসাবিদ্যা বিষয়ক পরিভাষা আর সেই সাথে অন্তর্নিহিত কারণসমূহ– যেমন, পারিবারিক সহিংসতা, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ জনমিতি এবং স্বাস্থ্য জরিপ ২০১৪ এবং বাংলাদেশ মাতৃমৃত্যু এবং স্বাস্থ্যসেবা জরিপ ২০১৬ তেও প্রাথমিক কারণসমূহ নিয়ে কাজ করা হয়েছে। কিন্তু গবেষণা থেকে দেখা যায় বাংলাদেশে গর্ভকালীন সময়ে ১৩.৮% মাতৃমৃত্যু সহিংসতার কারণে হয়, (Hossain, 2019)। আমাদের দেশে মাতৃমৃত্যুর প্রবণতার অনুপাত হ্রাস পাচ্ছে, কিন্তু সামাজিক দিকগুলোকে জড়িত বিষয় হিসেবে এ ধরনের রিপোর্টে উল্লেখ না করলে অন্তর্নিহিত কারণগুলো বোঝা যাবে না, যা আমাদের অগ্রগামীতার গতি হ্রাস করে লক্ষ্য অর্জনে বিলম্ব ঘটাবে।

বাংলাদেশ স্যাম্পল ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস রিপোর্ট বিবাহবিচ্ছেদের প্রবণতাকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছে বিবাহ বিচ্ছেদের হার সময়ের সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে- ২০০৬ সালে ০.৭ থেকে তা ২০১৮তে ০.৯ এ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বিষয়টি সহিংসতার আলোচনায় প্রাসঙ্গিক এই কারণে যে, এ থেকে অনুমেয় সহিংসতা এবং বিবাহবিচ্ছেদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ রয়েছে। অতএব এক্ষেত্রেও আরও গভীর অনুসন্ধানী গবেষণার প্রয়োজন। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা ছিল যে গবেষণাটি কেবল প্রাণঘাতি নয় এরূপ সহিংসতা নিয়ে কাজ করেছে। কিন্তু এমনও অনেক ঘটনা রয়েছে যা মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে- খুন কিংবা আত্মহত্যা রূপে। এ সম্পর্কিত কোন তথ্য উক্ত রিপোর্টে পাওয়া যায়নি। নির্যাতনকারীদের চারিত্রিক বিশ্লেষণ, নির্যাতন করার কারণ রিপোর্টে উল্লেখ ছিল না, যদিও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা বন্ধে এগুলোতেই প্রথমে আলোকপাত করা প্রয়োজন।

নারীর ক্ষমতায়নে ইতিবাচক বৈষম্য নীতি চালু রাখতে হবে : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সময়ে কোটা ব্যবস্থার প্রচলন এবং প্রয়োগ সর্বস্তরে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করেছে। আইনপ্রণেতা,

উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, ব্যবস্থাপকের ভূমিকা সহ বিভিন্ন পেশা ও কারিগরী ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর সমান সুযোগের পদক্ষেপ নারীর ক্ষমতায়নে ভূমিকা রাখছে। নারীর ক্ষমতায়নের জন্য এ ধরনের শক্তিশালী নেতৃত্ব বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি এবং সেই সাথে সাথে প্রতিটি পর্যায়ে গৃহীত পদক্ষেপসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের বরাদ্দ অব্যাহত রাখতে হবে।

আইনের বাস্তবায়ন এবং প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে : কোনরকম পক্ষাপাতিত্ব ছাড়া বিদ্যমান আইনের বাস্তবায়ন এবং প্রয়োগ অত্যন্ত জরুরি হয়ে উঠেছে। নির্যাতনকারীদের শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়া সহিংসতার মাত্রাকে উসকে দিচ্ছে। নির্যাতনকারীদের শাস্তি নিশ্চিত করলে তা নিঃসন্দেহে ভবিষ্যত সম্ভাব্য নির্যাতনকারীকে নিবৃত্ত করবে এবং সহিংসতার হার হ্রাস করবে।

ইতিবাচক পরিবর্তনে এবং নারীর ক্ষমতায়নে পুরুষকে সঙ্গী হিসেবে বিবেচনা করতে হবে : যদিও অনেকে মনে করেন নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমেই জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করা সম্ভব, তবে বাংলাদেশ বিদ্যমান নারী এবং কন্যাশিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতা এবং বিবাহবিচ্ছেদের হার বৃদ্ধি জেন্ডার সমতার ভবিষ্যত চিত্রকে বিবর্ণ করে তোলে। এটা প্রমাণিত যে সমাজের সর্বস্তরের পুরুষরা এখনও সাধারণভাবে পরিবর্তন গ্রহণ করতে প্রস্তুত নন। ক্ষমতায়িত নারীর জীবনে এটা আরেকটা বোঝা যোগ করে দিচ্ছে। নারীর ক্ষমতায়ন পুরুষের জীবনে কীভাবে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে এ ব্যাপারে পুরুষদের উপলব্ধি করাতে অবিলম্বে নীতিমালা গ্রহণ এবং তদনুযায়ী কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। দুর্ভাগ্যক্রমে সরকার এ বিষয়ে জাতীয় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কর্মসূচি নীতিমালা ২০১৩-২০২৫ এ কেবল অন্তর্ভুক্ত করা ছাড়া আর কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি।[৮]

বালক ও তরুণ ছেলেদের জন্য জেন্ডার শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে : যদি বাংলাদেশ এই প্রজন্মের পুরুষদের সচেতন করতে বিনিয়োগ করে, তবুও জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করা কঠিন হবে যদি না পরবর্তী প্রজন্ম নারীর ক্ষমতায়নের গুরুত্ব উপলব্ধি না করে। নর্ডিক রাষ্ট্রগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায়, তরুণ সমাজের মাঝে জেন্ডার শিক্ষায় বিনিয়োগ করলে তা পরবর্তীতে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটায়। তাই অবিলম্বে তরুণ ছেলেদেরকে নারীর জন্য উত্তম সঙ্গী হিসেবে গড়ে তোলা কর্মসূচির পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

আধিপত্যবাদী পৌরুষের যে ধারণা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তা পরিবর্তন করতে হবে : আধিপত্যবাদী পৌরুষের যে ধারণা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তা পরিবর্তন করতে না পারলে সমাজের প্রতিটি পর্যায়ে যে দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ক তা পরিবর্তন করা কঠিন হবে। যে পৌরুষ আচরণগুলো নারী এবং কন্যাশিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতা প্রতিরোধ করে তাকে প্রচার করা ইতিবাচক পৌরুষ চর্চার একটি উপায় হতে পারে।

বাল্যবিবাহ এবং যৌতুকের মত ক্ষতিকর প্রথা বন্ধে পিতৃত্বকে ব্যবহার করা যেতে পারে : নারীর শিক্ষা এবং ক্ষমতায়ন নিশ্চিতে মাধ্যমে বাল্যবিবাহের মত সহিংসতা বন্ধ করতে হলে বাবাদেরকে নিয়ে বিশেষ আত্মবিশ্লেষণমূলক কর্মসূচি চালু করতে হবে। বাংলাদেশের সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে যেহেতু পারিবারিক সিদ্ধান্ত বাবারাই নেন, তাই বাল্যবিবাহের মত ক্ষেত্রেও বাবাদেরকেই ভূমিকা পালন করতে হবে; যদিও অনেক বাবারাই মনে করেন মেয়ের ভালোর জন্যই তিনি বাল্যবিবাহ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর দিক এবং বাল্যবিবাহ বন্ধের সুবিধাজনক দিক বাবাদেরকে উপলব্ধি করাতে পারলে তাদের চিরাচরিত চিন্তাভাবনার পরিবর্তন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে বাল্যবিবাহ বন্ধে এগিয়ে আসা বাবাদের আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করতে পারলে প্রক্রিয়াটি ত্বরান্বিত হতে পারে।

৮ জাতীয় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কর্মসূচি নীতিমালা ২০১৩-২০২৫ এর সেকশন ১.১০.১ দ্রষ্টব্য

পুরুষ ও পৌরুষ বিষয়ে গবেষণার মাধ্যমে নির্যাতনকারীদের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা : এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশে পরিচালিত সকল নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার গবেষণাগুলো নির্যাতিতদের লক্ষ করে করা হয়েছে। কিন্তু নির্যাতনকারীদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে আনার ক্ষেত্রে তেমন পদক্ষেপ নেই। গবেষণায় দেখা গেছে পুরুষদের একটা বড় অংশ নারী নির্যাতনের ঘটনায় নীরব ভূমিকা পালন করেন কেননা নির্যাতনকারীরা প্রায় সবাই পুরুষ, এটা সমাজে সহিংসতাকে স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে বিস্তার লাভে সাহায্য করছে। কেন এবং কীভাবে একজন পুরুষ নির্যাতনকারী হয়ে উঠে এবং কেন পুরুষরা সহিংসতার ঘটনায় নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেন সে বিষয়ে অনতিবিলম্বে গবেষণা পরিচালনা করা প্রয়োজন। পুরুষ এবং পৌরুষের লেন্স ব্যবহার করে উক্ত গবেষণা পরিচালনা করলে তা নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা নির্মূলে পুরুষের অংশগ্রহণ করার কৌশলসমূহ বের করতে সহায়ক হবে।

যৌন শিক্ষার প্রচলনে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার করতে হবে : যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার এবং নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতার উপর স্কুলগামী ছেলেদের নিয়ে সেন্টার ফর মেন এন্ড ম্যাকিউলিনিটিজ স্টাডিজ একটি একশন গবেষণায় দেখিয়েছে কিশোর বয়সে যৌন আচরণ তারা আত্মস্থ করে ইন্টারনেটে পর্নোগ্রাফি থেকে। পৌরুষের বৈশিষ্ট্য হিসেবে যৌন আধিপত্যকে উস্কে দেয়। তরুণ ও যুব সমাজের জন্য যৌন উদ্বিগ্নতা এবং কল্পনা নিয়ে খোলামেলা আচরণের কোন উপায় নেই, তাই নিরুপায় হয়ে তারা ইন্টারনেটে পর্নোগ্রাফিকেই যৌনতথ্যের প্রকৃত উৎস হিসেবে ধরে নেয়। পাঠ্যপুস্তকে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার অন্তর্ভুক্ত করার পরেই বিষয়টি এড়িয়েই যাওয়া হয়েছে কেননা প্রথাগত ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক খোলামেলা আচরণের উপযোগী নয়। উভয় পক্ষই এতে অস্বস্তিবোধ করে। যেহেতু যুবসমাজ এখন যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার বিষয়ে সামনাসামনি কথা বলার চেয়ে ইন্টারনেট এবং মোবাইল ফোন ব্যবহারে বেশি আগ্রহী তাই মোবাইল এপ্লিকেশন তৈরির মাধ্যমে এবং আত্মবিশ্লেষণমূলক ডায়েরির মাধ্যমে তাদের মধ্যে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার বিষয়ে আলোচনার সুযোগ তৈরি করা যেতে পারে।

নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার চিকিৎসা ও প্রতিকার ব্যবস্থা তৈরি এবং বাস্তবায়ন : পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে নির্যাতনের ধরন নির্বিশেষে সহিংসতার শিকার ব্যক্তিদের জন্য কোন সাধারণ চিকিৎসা ব্যবস্থা নেই। এর ফলে সহিংসতার শিকার ব্যক্তিদের সেবাপ্রাপ্তিতে অসামঞ্জস্যতা তৈরি হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ধর্ষণের শিকার নারীকে কোন প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়নি যার অন্তর্গত হচ্ছে গনোরিয়া, ক্ল্যামিডিয়া, ট্রাইকোমোনাস, এইচআইভি (নির্যাতনের ৭২ ঘন্টার মধ্যে নির্যাতিতকে পরীক্ষা করা হলে এইচআইভি এর পরীক্ষার নির্দেশ দেওয়া হতে পারে) এবং হেপাটাইটিস বি ইত্যাদির রোগ নির্ণয়ের পরীক্ষা কিংবা চিকিৎসার জন্য কোন সুপারিশ করা হয় না যদিও কোন রোগীই পূর্বে হেপাটাইটিস বি এর প্রতিষেধক গ্রহণ করেনি। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্য সুবিধা এবং ডাক্তার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তাছাড়া কিছু কিছু চিকিৎসার জন্য দীর্ঘদিন স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে থাকতে হতে পারে যেটা অনেক ক্ষেত্রেই নির্যাতনের শিকার ব্যক্তি চায় না কেননা এতে তার পরিচয় ফাঁস হতে পারে। নির্দিষ্ট নীতিমালা থাকলে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের একটি নির্দেশিকা থাকবে যে অনুযায়ী তারা নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট সেবাসমূহ প্রদান করবে।

জরুরি অবস্থার প্রতিক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় রসদ সরবরাহ : নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা প্রতিরোধের একটি বড় বাধা হচ্ছে সময়মতো প্রয়োজনীয় সেবাপ্রদান নিশ্চিত করতে না পারা। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস সেন্টারের বিশেষ সেবা প্রদানে জরুরি রসদের অভাব রয়েছে, যেমন- অ্যাম্বুলেন্স সেবা। একারণে নির্যাতনের শিকার ব্যক্তির যথাসময়ে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে তড়িৎ ভূমিকা গ্রহণ ব্যহত হচ্ছে। প্রয়োজনীয় রসদের অভাবে নির্যাতনের শিকার ব্যক্তির জরুরি স্বাস্থ্যসেবা মেটাতে

ব্যর্থ হওয়ার অনেক নজির রয়েছে। এরকম অনেক ঘটনা জানা যায় যেখানে নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিকে জরুরি স্বাস্থ্যসেবার জন্য জেলা পর্যায়ে কিংবা কিছু ক্ষেত্রে ঢাকা প্রেরণ সম্ভব হয়নি অ্যাম্বুলেন্স সেবার অভাবে। অনেকক্ষেত্রে অ্যাম্বুলেন্স সেবা প্রাপ্য হলেও নির্যাতিত ব্যক্তির দারিদ্র্যের কারণে জ্বালানি খরচের উচ্চমূল্য প্রদান সম্ভব হয়নি। ফলে নির্যাতিত ব্যক্তিকে দীর্ঘসময় প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবাহীন অবস্থায় ভুগতে হয়েছে। ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস সেন্টারের অন্তত জেলা পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোতে অ্যাম্বুলেন্স সেবা পরিস্থিতির অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধন করতে পারে।

জরুরি উদ্ধার পদ্ধতি তৈরি : কিছু কিছু ক্ষেত্রে, বিশেষ করে যৌন সহিংসতা এবং পাচারের ক্ষেত্রে শিকার হওয়া ব্যক্তির জরুরি উদ্ধারের প্রয়োজন হয়। শিকার হওয়া ব্যক্তিতে উদ্ধারে আদেশ রয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপর এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীরা এর অন্তর্গত নয়। ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস সেন্টার এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মধ্যে একটি সহযোগিতার ব্যবস্থা করতে পারলে পরিস্থিতির উন্নয়ন সম্ভব। অন্তত বিভাগীয় পর্যায়ে জরুরি উদ্ধারকাজে ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস সেন্টার এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মধ্যে যৌথপ্রচেষ্টার জন্য একটি সহযোগিতা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে হবে।

জরুরি সঙ্কটাবস্থায় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কর্মীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা : সহিংসতার শিকার নারীদের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ কর্মীদের অবিলম্বে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। গবেষণায় দেখা গেছে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায় নিয়োজিত নার্সদের বেশিরভাগেরই এধরনের নির্যাতনের শিকার নারীদের সাথে কীরূপ আচরণ করতে হবে তার প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ নেই। যৌন সহিংসতা পরীক্ষার জন্য নার্সদের (Sexual Assault Nurse Examiner) বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে ধর্ষণ বা যৌন নির্যাতনের শিকার নারীরা প্রয়োজনীয় সেবা সঠিকভাবে পায়। একই ধরনের প্রশিক্ষণ এসিড নির্যাতন, অগ্নিদগ্ধ হওয়া কিংবা স্ত্রীকে মারধোরের ক্ষেত্রেও করা যেতে পারে।

নারী ডাক্তারের সংখ্যা বৃদ্ধি : সহিংসতার শিকার নারীদের একটি বড় দাবি হচ্ছে নারী ডাক্তারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। যে কোন ধরনের নির্যাতনের শিকার নারীরা পুরুষ ডাক্তারের কাছে পরীক্ষার জন্য যেতে অস্বস্তিবোধ করে। বিষয়টি অনতিবিলম্বে গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে কেননা যৌন নির্যাতনের শিকার নারীকে একজন পুরুষ ডাক্তারের কাছে পরীক্ষা করতে যাওয়া তার উপর অতিরিক্ত মানসিক চাপ সৃষ্টি করে। নারী ডাক্তারে সংখ্যা বৃদ্ধি করতেও বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। নারী ডাক্তারেরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ফরেনসিক বিভাগে কাজ করতে আগ্রহী হন না কেননা এতে তাদেরকে প্রায়ই সাক্ষী হিসেবে আদালতে যেতে হয়। নারী ডাক্তারদের সাথে সাক্ষাৎকারে তারা জানান যে আদালতে যাওয়াটা তাদের জন্য বেশ ঝামেলার দায়িত্ব। তাই বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন যাতে নারী ডাক্তারদের এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া যেতে পারে কিংবা তাদের কর্মস্থলেই সাক্ষী প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

মানসিক কাউন্সেলিং সেবা শক্তিশালী করা : যে কোন ধরনের নির্যাতনের শিকার ব্যক্তির চিকিৎসা ক্ষেত্রে মানসিক কাউন্সেলিং সেবা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নির্যাতিত ব্যক্তি এবং তার আত্মীয়স্বজনেরা কাউন্সেলিং সেবার উপর জোরপ্রদান করেছেন। বেশিরভাগ ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস সেন্টারেই গবেষক দল কাউন্সেলিং সেবার ব্যবস্থা দেখেছেন। কিন্তু বেশিরভাগ সহিংসতার শিকার নারীরা ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস

সেন্টারের কাউন্সেলিং এর চেয়ে বরং হাসপাতালের সাধারণ আসনে স্থান পায়। সাধারণ ওয়ার্ডে থাকা রোগীদের ক্ষেত্রেও কাউন্সেলিং সেবা প্রাপ্তির ব্যবস্থা করতে হবে। স্থানীয় পর্যায়ে এ ধরনের কোন কাউন্সেলিং সেবা না থাকায় অন্তত থানা পর্যায়ে একজন মানসিক কাউন্সেলর নিয়োগ করতে হবে।

ফলোআপ করার ব্যবস্থা এবং শক্তিশালী ইন্টানেট ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা তৈরি : নির্যাতনের শিকার ব্যক্তির স্বাস্থ্যসেবার একটি বড় দুর্বল দিক হচ্ছে কোন ফলোআপ করার ব্যবস্থা না থাকা। নির্যাতনের শিকার ব্যক্তি প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা পাবার পরে নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায় যুক্ত কিনা তা বের করার কোন ব্যবস্থা নেই। ইন্টারনেটভিত্তিক ব্যবস্থার মাধ্যমে স্থানীয় কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহকে থানা এবং জেলা পর্যায়ের সেবার সাথে সংযুক্ত করার মাধ্যমে ফলোআপ ব্যবস্থা তৈরি করা সম্ভব। উচ্চ পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র থেকে পরবর্তীতে পর্যবেক্ষণের জন্য রোগীকে কমিউনিটি ক্লিনিকে সুপারিশ করে দেওয়া যেতে পারে।

সরকার এবং সুশীল সমাজের মধ্যে সংযোগ তৈরি : দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাংলাদেশে সুশীল সমাজ এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক বেশ দুর্বল। অবিলম্বে এ সম্পর্ক জোরদার করতে হবে কারণ এর মাধ্যমে যৌথ উদ্যোগে সকল পর্যায়ে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে। সুশীল সমাজের নাগরিকদের সাথে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার নিয়মিত তথ্য ও অভিজ্ঞতা আদানপ্রদানের চর্চা শুরু করতে হবে।

হেলথ ইনফরমেশন সিস্টেমের তথ্য উৎস তৈরি : হেলথ ইনফরমেশন সিস্টেম (HIS) এর সাধারণ চর্চার মডেল হিসেবে বাংলাদেশ সরকার হেলথ মেট্রিকস নেটওয়ার্ক (HNM) ফ্রেমওয়ার্ক গ্রহণ করেছে।[৯] হেলথ ইনফরমেশন সিস্টেমকে পরীক্ষা করার জন্য ২০০৯ থেকে এই ব্যবস্থা চালু হয়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই ফ্রেমওয়ার্কে জেন্ডার লেন্স ব্যবহার করে বিভিন্ন উপাদানকে দেখার কোন ব্যবস্থা বিবেচনা করা হয়নি। এই ফ্রেমওয়ার্কের উচিত হেলথ ইনফরমেশন সিস্টেম আইনগত, নিয়ন্ত্রক এবং পরিকল্পনাকে নারীবান্ধব করার জন্য জোর দেওয়া এবং এক্ষেত্রে নারীর সরাসরি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে। নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার শিকার ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে (যেমন ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস সেন্টার এবং ফরেনসিক বিভাগ) নারী কর্মী নিয়োগের বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশনা থাকতে হবে। তথ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও নারীর বিষয় যেমন সহিংসতার শিকার নারীর স্বাস্থ্যসেবা তথ্যের ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশনতা থাকা উচিত। উল্লেখ্য যে হেলথ ম্যাট্রিক্স নেটওয়ার্ক ছয়টি উপাদান চিহ্নিত করেছে যার একটি হল তথ্যের উৎস।[১০]

---

৯. ২০০৫ সালের আগে কোন বৈশ্বিক আদর্শের হেলথ ইনফরমেশন সিস্টেম ছিল না। দেশের স্বাস্থ্যসেবা তথ্যের কোন নির্দিষ্ট কাঠামো ছিল না। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বিশ্বব্যাপী হেলথ ইনফরমেশন সিস্টেমের একটি আদর্শ চর্চার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হেলথ মেট্রিকস নেটওয়ার্ক এবং দাতা সংস্থা থেকে আর্থিক সহযোগিতার ব্যবস্থা করে যাতে রাষ্ট্রসমূহ এবং অন্যান্য সহযোগীরা একটি শক্তিশালী স্বাস্থ্য নেটওয়ার্ক তৈরি এবং প্রামাণ্য তথ্য থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তিতে বৈশ্বিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করতে পারে। হেলথ মেট্রিকস নেটওয়ার্ক বিভিন্ন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য তৈরি এবং তা ব্যবহারের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। অতঃপর ২০০৯ সালে হেলথ ইনফরমেশন সিস্টেমের আদর্শ চর্চা হিসেবে হেলথ মেট্রিকস নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করা হয়।

১০. হেলথ মেট্রিকস নেটওয়ার্ক হেলথ ইনফরমেশন সিস্টেমের ছয়টি উপাদান চিহ্নিত করেছে। এগুলো হল : ১। হেলথ ইনফরমেশন সিস্টেম রিসোর্সেস, ২। ইন্ডিকেটর, ৩। ডাটা সোর্স, ৪। ডাটা ম্যানেজমেন্ট, ৫। ইনফরমেশন প্রোডাক্টস এন্ড ডিসেমিনেশন ৬। ইউজ

এ প্রবন্ধের শুরুতেই বলা হয়েছে যে, এ গবেষণা প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য নয় সহিংসতার সাম্প্রতিক প্রবণতার আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক কারণ অনুসন্ধান। বরং এটি সহিংসতার সাম্প্রতিক প্রবণতার চিত্র উপস্থাপন করে আরো বিস্তারিত এবং গভীর পর্যবেক্ষণ নির্ভর গবেষণার প্রেক্ষাপট তৈরি করতে চেয়েছে যা ছাড়া নিঃসন্দেহে সহিংসতা নির্মূলের কার্যকর উপায় নির্ধারণ অসম্ভব।

গ্রন্থপঞ্জী

ইমতিয়াজ, সৈয়দ শাইখ (২০১৪). রঙিন শহরের তরুণেরা. ঢাকা : সেন্টার ফর মেন এন্ড ম্যাসকিউলিনিটিজ স্টাডিজ

জাহান, এফ., ইমতিয়াজ, সৈয়দ শাইখ (২০১৭). যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জ্ঞান, পৌরুষ, যৌন নির্যাতন ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রভাবঃ পাবনা জেলায় স্কুলগামী কিশোরদের উপর একটি গবেষণা। প্রসঙ্গ পৌরুষ নং ২. ঢাকা, সেন্টার ফর মেন এন্ড ম্যাসকিউলিনিটিজ স্টাডিজ

Hossain, M. (2019), DOMESTIC VIOLENCE IN BANGLADESH: HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE. *International Journal of Law, Humanities & Social Science*, 3(3).

BBS (2019). *Report on Bangladesh Sample Vital Statistics 2018*. Dhaka: BANGLADESH BUREAU OF STATISTICS.

BBS (2015). *Report on VAW Survey*. Dhaka: BANGLADESH BUREAU OF STATISTICS.

Bott, S; Morrison, A.; Ellsberg, M. (2004). *Preventing and responding to gender-based violence in middle and low-income countries: a global review and analysis (English)*. Policy, research working paper ; no. WPS 3618. Washington, DC: World Bank.

Committee on the Elimination of Discrimination against Women (2017). *General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19*. [online] Available at: https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/CEDAW_C_GC_35_8267_E.pdf [Accessed 21 Nov. 2019].

Government of the People's Republic of Bangladesh Ministry of Women and Children Affairs (2019). *Comprehensive National Review Report, for Beijing + 25 Implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action 1995*. [online] Ministry of Women and Children Affairs. Available at: https://mowca.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mowca.portal.gov.bd/page/99b35321_5385_4e92_95f5_c3f10096c151/Beijing%2B25%20Report-FINAL_22-07-2019.pdf [Accessed 21 Nov. 2019].

Imtiaz, S; Smith, B; Rabbi, S. (2015). Report on BraveMen Campaign Phase II 2014. Bangladesh National Human Rights Commission Capacity Development Project.

International Women's Development Agency (n.d.). *CEDAW at a Glance*. [online] Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands. Available at: https://www.iwda.org.au/assets/files/CEDAW-at-a-Glance.pdf [Accessed 21 Nov. 2019].

Islam, K.S. (2015). Domestic Violence against Women in Bangladesh: A Critical Analysis from Social Legal Perspective. *European Journal of Business and Management www.iiste.org ISSN 2222-1905 (Paper) ISSN 2222-2839 (Online) Vol.7, No.7, 2015*

Ministry of Women and Children Affairs (2013). *National Action Plan to Prevent Violence Against Women and Children 2013-2025*. Government of the People's Republic of Bangladesh.

Ministry of Women and Children Affairs (2018). *Addressing Violence Against Women and Ensuring Women Empowerment Addressing Violence Against Women and Ensuring Women Empowerment*. [online] Bangladesh Development Forum. Available at: http://bdf2018.erd.gov.bd › uploads › 2018/01 [Accessed 21 Nov. 2019].

National Action Plan to Prevent Violence against Women and Children 2013-2025. 2013

National Institute of Population Research and Training (NIPORT), Mitra and Associates, and ICF International. (2016). *Bangladesh Demographic and Health Survey 2014*. Dhaka, Bangladesh, and Rockville, Maryland, USA: NIPORT, Mitra and Associates, and ICF International

National Institute of Population Research and Training (NIPORT), International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh (icddr,b), and MEASURE Evaluation. (2017). *Bangladesh Maternal Mortality and Health Care Survey 2016: Preliminary Report*. Dhaka, Bangladesh, and Chapel Hill, NC, USA: NIPORT, icddr,b, and MEASURE Evaluation.

National Research Council. (1996). *Understanding Violence Against Women*. Washington, DC: The National Academies Press. doi: 10.17226/5127

Odhikar.org. (n.d.). *Odhikar | Statistics on Acid violence*. [online] Available at: http://odhikar.org/statistics/statistics-acid-violence/ [Accessed 21 Nov. 2019].

Odhikar.org. (n.d.). *Odhikar | Statistics on Dowry*. [online] Available at: http://odhikar.org/wp-content/uploads/2019/01/Statistics_Dowry_2001-2018.pdf [Accessed 21 Nov. 2019].

Report on Bangladesh Violence Against Women (VAW) Survey 2011(2013). Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics (BBS).

Report on violence against women (VAW) survey 2015. (2016). Dhaka : Bangladesh Bureau of Statistics (BBS).

Siddique, D. (2010). *Domestic Violence against Women Cost to the Nation*. [online] Care Bangladesh. Available at: http://www.carebangladesh.org/publication/Publication_5421518.pdf [Accessed 21 Nov. 2019].

United Nations Specialized Conferences (1995). *Beijing Declaration and Platform of Action, adopted at the Fourth World Conference on Women*. [online] United Nations. Available at: https://www.refworld.org/docid/3dde04324.html [Accessed 21 Nov. 2019].

White, J., Koss, M. and Kazdin, A. (2011). *Violence against women and children* vol 1. Washington, DC: American Psychological Association.

Zaman,S; Gansheimer,L; Rolim, S.B, & Mridha,T. (2017). *Legal Action on Cyber Violence against Women*. Bangladesh Legal Aid and Services Trust (BLAST) and BRAC James P Grant School of Public Health.